পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন

এই অধ্যায়ে আট প্রকারের মুখ্য এবং দশ প্রকারের গৌণ সিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। যোগের দ্বারা মনকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সেগুলি অর্জন করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্যধামে উপনীত হওয়ার পথের অন্তরায়।

উদ্ধব প্রশ্ন করায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আঠারো প্রকারের সিদ্ধির বৈশিষ্ট্য এবং যে যে ধরনের ধ্যান অভ্যাস করলে তা লাভ করা যায়, তা বর্ণনা করেছেন। উপসংহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করা হচ্ছে সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তা মানুষকে সুষ্ঠু উপাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। শুদ্ধভক্তকে এই সমস্ত সিদ্ধি আপনা থেকেই দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন না। ভগবৎ-সেবায় সেগুলি প্রয়োগ না করা গেলে, এই সমস্ত সিদ্ধির কোনও মূল্য নেই। ভক্ত শুধু দেখেন যে, পরমেশ্বর ভগবান অন্তরে ও বাইরে সর্বদা সর্বত্র বর্তমান, আর তিনি তাঁর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **জিত-ইন্দ্রিয়স্য**—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির; **যুক্তস্য**—যিনি মনকে নিবিষ্ট করেছেন; **জিত-শ্বাসস্য**—যিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি জয় করেছেন; **যোগিনঃ**—এইরূপ যোগী; **ময়ি**—আমাতে; **ধারয়তঃ**—নিবিষ্ট করে; **চেতঃ**—তার চেতনা; **উপতিষ্ঠন্তি**—উপনীত হন; **সিদ্ধয়ঃ**—যোগসিদ্ধি।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, যে যোগী ইন্দ্রিয় দমন, মন সংযম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর মনকে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, সেই যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

অণিমা সিদ্ধির মতো আটটি মুখ্য এবং দশটি গৌণ যোগসিদ্ধি রয়েছে। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করবেন যে, এই সিদ্ধিগুলি বাস্তবে কৃষ্ণভাবনা উন্নয়নের পথে বিঘ্নস্বরূপ, আর তাই আমাদের এগুলি কামনা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কয়া ধারণয়া কাস্বিৎ কথং বা সিদ্ধিরচ্যুত ।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥ ২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; কয়া—কিসের দ্বারা; ধারণয়া—ধ্যানের পন্থা; কাস্বিৎ—বস্তুতঃ কোনটি; কথম্—কিভাবে; বা—অথবা; সিদ্ধিঃ—অলৌকিক সিদ্ধি; অচ্যুত—হে ভগবান; কতি—কতগুলি; বা—অথবা; সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধি; ব্রূহি—বলুন; যোগিনাম্—সমস্ত যোগীদের; সিদ্ধি-দঃ—যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন; ভবান্—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান অচ্যুত, কী পদ্ধতিতে যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়, সেই সিদ্ধিগুলি কী রূপ? কত প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি রয়েছে? এগুলি আমাকে বর্ণনা করুন। বস্তুতঃ, আপনিই হচ্ছেন সকল যোগসিদ্ধির প্রদাতা।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; সিদ্ধয়ঃ—অলৌকিক সিদ্ধি; অষ্টাদশ—আঠার; প্রোক্তাঃ—ঘোষিত হয়েছে; ধারণাঃ—ধ্যান; যোগ—যোগের; পারগৈঃ—পারদর্শী; তাসাম্—আঠারটির; অষ্টৌ—আট; মৎ-প্রধানাঃ—তাদের আশ্রয় আমাতে; দশ—দশ; এব—বস্তুতঃ; গুণ হেতবঃ—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে প্রকাশিত।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—যোগপারদর্শী ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, আঠারো প্রকারের যোগসিদ্ধি ও ধ্যান রয়েছে। তার মধ্যে আমাকে আশ্রয় করার ফলে আটটি হচ্ছে মুখ্য। আর দশটি হচ্ছে গৌণ, যেগুলি জাগতিক সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *মৎপ্রধানাঃ* শব্দটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই আটপ্রকারের মুখ্য অলৌকিক শক্তি এবং ধ্যানের আশ্রয়, কেননা এই সমস্ত সিদ্ধি ভগবানের স্বীয় শক্তি সম্ভূত। তাই এই সমস্ত সিদ্ধি কেবলমাত্র ভগবান এবং তাঁর নিজ পার্ষদদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। অভক্তরা যখন যান্ত্রিকভাবে এই সমস্ত শক্তি অর্জন করে, তখন তাদের যে সিদ্ধি প্রদান করা হয়, সেগুলি নিম্নমানের, আর সেগুলিকে মনে করা হয় মায়ার প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত তাঁর ভগবৎ-সেবা সম্পাদনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত অপূর্ব শক্তি লাভ করেন। যখন কেউ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যান্ত্রিকভাবে সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করে, তখন এই সমস্ত সিদ্ধিকে অবশ্যই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ ও তা নিম্নমানের বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ৪-৫

অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ ৪ ॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি ।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥ ৫ ॥

অণিমা—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়ার সিদ্ধি; **মহিমাঃ**—বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া; **মূর্তেঃ**—শরীরের; **লঘিমা**—লঘিষ্ঠ অপেক্ষা লঘু হওয়া; **প্রাপ্তিঃ**—প্রাপ্তি; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **প্রাকাম্যম্**—যা ইচ্ছা তা-ই লাভ করা বা সম্পাদন করা; **শ্রুত**—অদৃশ্য বস্তু, যা সম্বন্ধে কেবল শ্রবণ করা যায়; **দৃষ্টেষু**—এবং দৃশ্যমান বস্তুসকল; **শক্তিপ্রেরণম্**—মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো পরিচালনা করা; **ঈশিতা**—নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধি; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **অসঙ্গঃ**—নির্বিঘ্ন হওয়া; **বশিতা**—বশ করার শক্তি; **যৎ**—যা কিছু; **কামঃ**—বাসনা (যদি থাকে); **তৎ**—সেই; **অবস্যতি**—লাভ করা যায়; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **মে**—আমার (শক্তি); **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধি; **সৌম্য**—হে ভদ্র উদ্ধব; **অষ্টৌ**—আট; **ঔৎপত্তিকাঃ**—স্বাভাবিক এবং অতিক্রম করে না; **মতাঃ**—বোঝা যায়।

অনুবাদ

আট প্রকারের মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, তিনটির দ্বারা নিজের শরীরকে পরিবর্তিত করা যায়; যেমন, অণিমা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়া; মহিমা বা বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া; আর লঘিমা বা সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা অপেক্ষা হাল্কা হওয়া। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে

যা ইচ্ছা তা-ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর প্রাকাম্য সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি যে কোন ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। ঈশিতা সিদ্ধির মাধ্যমে মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো প্রয়োগ করা যায়, আর নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি, যাকে বলে বশিতা-সিদ্ধি, তার দ্বারা তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা বিমুগ্ধিত হন না। যিনি কামাবসায়িতা সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি সম্ভাব্য যা কিছুই, যে কোনও স্থান থেকে লাভ করতে পারেন। প্রিয় ভদ্র উদ্ধব, এই অষ্ট সিদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এগুলি এই বিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তাৎপর্য

অণিমা সিদ্ধির মাধ্যমে মানুষ এত ছোট হতে পারেন যে, তিনি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন বা যে কোনও বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারেন। মহিমা সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি বৃহৎ হওয়ার ফলে সব কিছুকে আবৃত করতে পারেন, আর লঘিমা সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি এত হাল্কা হতে পারেন যে, সূর্যকিরণ অবলম্বন করে সূর্য লোকে প্রবেশ করতে পারেন। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে মানুষ যে কোনও স্থান থেকে যা ইচ্ছা তা-ই লাভ করতে পারেন, এমনকি তিনি আঙ্গুল দিয়ে চন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারেন। এই সিদ্ধির মাধ্যমে মানুষ সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতার মাধ্যমে অন্য কোনও জীবের ইন্দ্রিয়েও প্রবেশ করতে পারেন; এইভাবে অন্যদের ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তিনি যা কিছুই লাভ করতে পারেন। প্রাকাম্যের মাধ্যমে মানুষ ইহলোক বা পরলোকের যা কিছু ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, আর ঈশিতার দ্বারা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ শক্তির মাধ্যমে তিনি মায়ার আনুসঙ্গিক জড় শক্তিগুলিকে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারেন। পক্ষান্তরে মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারলেও, আর অলৌকিক শক্তি লাভ করলেও, মায়ার বন্ধন থেকে তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন না। বশিতা বা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির মাধ্যমে মানুষ অন্যদের নিজের করায়ত্ত করতে পারেন, অথবা তিনি নিজেকে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের উর্ধ্বে রাখতে পারেন। সর্বোপরি, কামাবসায়িতার মাধ্যমে মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং ভোগ লাভ করতে পারেন। এই শ্লোকে *উৎপত্তিকাঃ* বলতে বোঝায় আদি, স্বাভাবিক এবং অনূর্ধ্ব। এই আটটি অলৌকিক শক্তি মূলতঃ পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত ছোট হন যে, তিনি অণুপরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, আর তিনি এত বৃহৎ হন যে, মহাবিষ্ণুরূপে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড তিনি নিশ্বাসের

দ্বারা প্রকাশ করেন। ভগবান এত হাল্কা বা সূক্ষ্ম হতে পারেন যে, এমনকি মহান যোগীরাও তাঁকে অনুভব করতে পারেন না, আর তাঁর অর্জন ক্ষমতাও সুষ্ঠু, কেননা তিনি সারা জগতটিকে চিরকাল তাঁর শরীরের মধ্যেই ধারণ করে থাকেন। ভগবান যা ইচ্ছা তা-ই ভোগ করতে পারেন, সমস্ত শক্তি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত মানুষের ওপর আধিপত্য করেন এবং তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করেন। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, এই অষ্ট সিদ্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অলৌকিক শক্তির এক নগণ্য প্রকাশ মাত্র। সেই জন্যই ভগবদ্‌গীতায় তাঁকে যোগেশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সমস্ত অলৌকিক শক্তির পরম ঈশ্বর। এই অষ্টসিদ্ধি কৃত্রিম নয়, সেগুলি স্বাভাবিক এবং তা ভগবানকে অতিক্রম করে যেতে পারে না, যেহেতু এরা আদিতেই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বর্তমান।

শ্লোক ৬-৭

অনূর্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্ ।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৬ ॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্ ।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ৭ ॥

অনূর্মি-মত্তম্—ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বারা অবিচলিত; **দেহে-অস্মিন্**—এই দেহে; **দূর**—বহু দূরে হয়ে; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **দর্শনম্**—সর্বদর্শী; **মনঃ-জবঃ**—মনের গতিতে শরীরকে চালনা করা; **কাম-রূপম্**—ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করা; **পরকায়**—অন্যদের শরীর; **প্রবেশনম্**—প্রবেশ করা; **স্ব-ছন্দ**—নিজের ইচ্ছা মতো; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **সহ**—সঙ্গে (অপ্সরাগণ); **ক্রীড়া**—ক্রীড়ালীলা; **অনুদর্শনম্**—দর্শন করা; **যথা**—অনুসারে; **সঙ্কল্প**—সঙ্কল্প; **সংসিদ্ধিঃ**—সুষ্ঠু সম্পাদন; **আজ্ঞা**—আদেশ; **অপ্রতিহতা**—অপ্রতিহত; **গতিঃ**—যাঁর অগ্রগতি।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণজাত দশটি গৌণ অলৌকিক সিদ্ধি হচ্ছে, নিজেকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য দৈহিক উপদ্রব থেকে মুক্ত করা, বহু দূরের বস্তু দর্শন করার ক্ষমতা, সুদূরবর্তী কোনও কথা শ্রবণ করার ক্ষমতা, মনের বেগে শরীরকে চালিত করা, ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করা, অন্যদের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছামৃত্যু, দেবতা এবং স্বর্গীয় যুবতী অপ্সরাদের লীলা দর্শন করা, নিজের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করা এবং প্রদত্ত আদেশ নির্বিঘ্নে পূর্ণরূপে পালিত হওয়া।

শ্লোক ৮-৯

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা ।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥ ৮ ॥
এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্ যথা বা স্যান্নিবোধ মে ॥ ৯ ॥

ত্রি-কাল-জ্ঞত্বম্—ত্রিকালজ্ঞ হওয়ার সিদ্ধি; অদ্বন্দ্বম্—শীত উষ্ণ আদির দ্বারা অবিচলিত থাকা; পর—অন্যদের; চিত্ত—মন; আদি—ইত্যাদি; অভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতা; অগ্নি—অগ্নির; অর্ক—সূর্য; অম্বু—জল; বিষ—বিষের; আদীনাম্—ইত্যাদি; প্রতিষ্টম্ভঃ—শক্তি পরীক্ষা; অপরাজয়ঃ—অন্যদের দ্বারা অপরাজিত থাকা; এতাঃ—এই সমস্ত; চ—এবং; উদ্দেশতঃ—শুধুমাত্র তাদের নাম এবং বৈশিষ্ট উল্লেখ করার দ্বারা; প্রোক্তাঃ—বর্ণিত হয়েছে; যোগ—যোগ পদ্ধতির; ধারণ—ধ্যানের; সিদ্ধয়ঃ—সিদ্ধিসমূহ; যয়া—যার দ্বারা; ধারণয়া—ধ্যান; যা—যা (সিদ্ধি); স্যাৎ—হতে পারে; যথা—যার দ্বারা; বা—বা; স্যাৎ—হতে পারে; নিবোধ—দয়া করে শেখো; মে—আমার নিকট থেকে।

অনুবাদ

অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা; শীত, উষ্ণ এবং অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করার ক্ষমতা; অন্যদের মনের কথা জানতে পারা; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা; এবং অন্যদের দ্বারা অপরাজিত থাকা—এই পাঁচটি হচ্ছে যোগ এবং ধ্যানের সিদ্ধি। আমি শুধুমাত্র এগুলির নাম এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকা প্রদান করলাম। নির্দিষ্ট ধ্যানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধি কীভাবে লাভ হয় আর তার পদ্ধতিই বা কী, এই সকল বিষয় এখন আমার নিকট থেকে জেনে নাও।

তাৎপর্য

আচার্যদের মত অনুসারে এই পাঁচটি সিদ্ধিকে পূর্ব বর্ণিত সিদ্ধিগুলি অপেক্ষা বেশ নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়, কেননা এগুলি সাধারণত শারীরিক ও মানসিক নৈপুণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। শ্রীল মধ্বাচার্যের মত অনুসারে, *অগ্নিঅর্কাম্বুবিষাদিনাং প্রতিষ্টম্ভঃ* নামক সিদ্ধি, অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ এবং এই সকল প্রভাব খণ্ডন করার ক্ষমতা; এই সকল বলতে বোঝায়, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রকার অস্ত্র, সেই সঙ্গে নখ, দাঁত, প্রহার, অভিশাপ এবং এই ধরনের সমস্ত আক্রমণ থেকেও তিনি সুরক্ষিত থাকবেন।

শ্লোক ১০

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥ ১০ ॥

ভূত-সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম উপাদানের; **আত্মনি**—আত্মাতে; **ময়ি**—আমাতে; **তৎ-মাত্রম্**—সূক্ষ্মস্তরে, অনুভূতির উপাদান রূপে; **ধারয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **মনঃ**—মন; **অণিমানম্**—অণিমা সিদ্ধি; **অবাপ্নোতি**—লাভ করে; **তৎ-মাত্র**—সূক্ষ্ম উপাদানে; **উপাসকঃ**—উপাসক; **মম**—আমার।

অনুবাদ

যে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানের উপর ব্যাপ্ত আণবিক রূপের উপাসনা করে এবং তাতেই কেবল মনোনিবেশ করে, সে অণিমা সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

অণিমা বলতে বোঝায়, সেই অলৌকিক ক্ষমতা, যার দ্বারা সে নিজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হতে পারে, ফলে সে যা কিছুর মধ্যেই প্রবেশ করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান অণু-পরমাণুর মধ্যেও বর্তমান। যে ব্যক্তি ভগবানের সূক্ষ্ম আণবিক রূপের প্রতি যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারে, সে অণিমা সিদ্ধি লাভে সমর্থ। সেই শক্তির মাধ্যমে সে সব থেকে ঘন বস্তু, যেমন পাথরের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারে।

শ্লোক ১১

মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১ ॥

মহৎ-তত্ত্ব—সমগ্র জড় শক্তির; **আত্মনি**—আত্মাতে; **ময়ি**—আমাতে; **যথা**—অনুসারে; **সংস্থম্**—বিশেষ পরিস্থিতি; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—নিবিষ্ট করে; **মহিমানম্**—মহিমা সিদ্ধি; **অবাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **ভূতানাম্**—জড় উপাদানের; **চ**—এবং; **পৃথক্-পৃথক্**—পৃথক পৃথকভাবে।

অনুবাদ

যে তার মনকে মহৎ তত্ত্বের নির্দিষ্ট রূপে মগ্ন করে এবং সমগ্র জড় অস্তিত্বের পরমাত্মা রূপে আমার ধ্যান করে, সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর পরেও আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদি জড় উপাদানের পরিস্থিতির উপর পৃথক পৃথকভাবে মনকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সেই সেই জড় উপাদানের উপর একাদিক্রমে প্রাধান্য লাভ করে।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবান তাঁর সৃষ্টি থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন নন এবং এইভাবে যোগী সমগ্র জড় অস্তিত্বকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশরূপে জেনে, তার ধ্যান করতে পারে, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বৈদিক শাস্ত্রে অসংখ্য শ্লোক রয়েছে। যোগী যখন উপলব্ধি করতে পারে যে, জড় সৃষ্টি ভগবান থেকে পৃথক নয়, তখনই সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি উপাদানেও ভগবানের উপস্থিতি রয়েছে, এই বিষয় উপলব্ধি করে যোগী সেই সেই উপাদানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। শুদ্ধ ভক্তরা অবশ্য এইরূপ সিদ্ধির প্রতি বিশেষ আগ্রহী নন, কেননা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পূর্ণ মাত্রায় এই সমস্ত সিদ্ধি প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতি শরণাগত। পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত থেকে শুদ্ধভক্তরা তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—জপ করেন। এইভাবে তাঁরা নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও সংসিদ্ধি লাভ করেন, যাকে বলে পরম সিদ্ধি, শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত। তার ফলে তাঁরা সমগ্র জড় অস্তিত্বের উর্ধ্বে চিন্ময়লোক, বৈকুণ্ঠে উপনীত হন।

শ্লোক ১২

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্ ।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

পরম-অণু-ময়ে—পরমাণুরূপে; **চিত্তম্**—তার চেতনা; **ভূতানাম্**—জড় উপাদানের; **ময়ি**—আমাতে; **রঞ্জয়ন্**—সংযুক্ত করে; **কাল**—কালের; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **অর্থতাম্**—সারবস্তু; **যোগী**—যোগী; **লঘিমানম্**—লঘিমা সিদ্ধি; **অবাপ্নুয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

আমি সব কিছুর মধ্যে বর্তমান, তাই আমি হচ্ছি জড় উপাদানের আণবিক সারস্বরূপ। মনকে আমার এই রূপে সংযুক্ত করে, যোগী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, আর তার মাধ্যমে সে কালের সূক্ষ্ম আণবিক সারবস্তুকে উপলব্ধি করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাল বা সময় হচ্ছে ভগবানের দিব্যরূপ, যার দ্বারা তিনি জড় জগতকে চালিত করেন। পাঁচটি স্থূল উপাদান যেহেতু অণুর দ্বারা গঠিত, তাই আণবিক কণাগুলি হচ্ছে সূক্ষ্ম উপাদান বা কালের গতির প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন কাল অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি কালরূপে তাঁর শক্তি

বিস্তার করেন। এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে যোগী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করেন, যার ফলে তিনি নিজে সর্বাপেক্ষা হাল্কা হতে পারেন।

শ্লোক ১৩

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্ ।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ ॥ ১৩ ॥

ধারয়ন্—নিবিষ্ট করে; ময়ি—আমাতে; অহম্-তত্ত্বে—অহংকারের উপাদানে; মনঃ—মন; বৈকারিকে—সত্ত্বগুণজাত বস্তুতে; অখিলম্—সম্পূর্ণরূপে; সর্ব—সমস্ত জীবের; ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়ের; আত্মত্বম্—মালিকানা; প্রাপ্তিম্—প্রাপ্তি সিদ্ধি; প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হন; মৎ-মনাঃ—যে যোগীর মন আমাতে নিবিষ্ট।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণজাত অহংকারের উপাদানের মধ্যস্থ আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করে যোগী প্রাপ্তি সিদ্ধি লাভ করে। এর দ্বারা যোগী সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়। যেহেতু তার মন আমাতে মগ্ন থাকে, তাই সে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি যোগসিদ্ধি লাভ করতে যোগীর মনকে পরমেশ্বর ভগবানে অবশ্যই মগ্ন করতে হবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, যারা পরমেশ্বর ভগবানে মন নিবিষ্ট না করে এই ধরনের সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করে, তারা ঐ সমস্ত সিদ্ধির একটি স্থূল ও নিকৃষ্ট প্রতিচ্ছায়া লাভ করে। যারা ভগবান সম্বন্ধে সচেতন নয়, তারা তাদের মনকে মহাজাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় ঘটাতে পারে না, ফলে তাদের অলৌকিক ঐশ্বর্যকেও মহাজাগতিক স্তরে উন্নীত করতে পারে না।

শ্লোক ১৪

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্ ।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥

মহতি—মহৎতত্ত্বে; আত্মনি—পরমাত্মায়; যঃ—যে; সূত্রে—সকাম কর্মের ধারাবাহিকতার দ্বারা; ধারয়েৎ—মনোনিবেশ করা উচিত; ময়ি—আমাতে; মানসম্—মানসিক ক্রিয়াকলাপ; প্রাকাম্যম্—প্রাকাম্য সিদ্ধি; পারমেষ্ঠ্যম্—সর্বোৎকৃষ্ট; মে—আমার থেকে; বিন্দতে—প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে; অব্যক্ত-জন্মনঃ—এ জগতে যাঁর আবির্ভাব জাগতিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্বের যে অংশে সকাম কর্মের শৃঙ্খল প্রকাশিত হয়, আমাকে তার পরমাত্মারূপে জেনে যখন যোগী তার সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সেই আমাতে নিবিষ্ট করে, অব্যক্তজন্ম আমি তখন সেই যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকাম্য সিদ্ধি প্রদান করি।

তাৎপর্য

শ্রীল বীররাঘবাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, *সূত্র* বা 'সুতো' কথাটি ব্যবহার করে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, একটি সুতো যেমন একসারি রত্নকে ধারণ করে থাকে, তেমনই মহত্তত্ত্ব আমাদের সকাম কর্মগুলিকে ধারণ করে থাকে। এইভাবে মহত্তত্ত্বের আত্মা, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ধ্যানে নিবিষ্ট হলে, মানুষ প্রাকাম্য নামক সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। *অব্যক্ত জন্মনঃ* বলতে বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হন অব্যক্ত থেকে বা চিদাকাশ থেকে, অথবা তাঁর জন্ম অব্যক্ত, যা হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। পরম পুরুষ ভগবানের দিব্য রূপ যতক্ষণ না কেউ স্বীকার করছে, প্রাকাম্য সিদ্ধি বা কোনও প্রকারের যথার্থ সিদ্ধি লাভ করার কোনও সম্ভাবনা তার নেই।

শ্লোক ১৫

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে ।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্ ॥ ১৫ ॥

বিষ্ণৌ—ভগবান বিষ্ণুতে, পরমাত্মা; ত্রি-অধীশ্বরে—মায়ার পরম নিয়ন্তা, যা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত; চিত্তম্—চেতনা; ধারয়েৎ—মনোনিবেশ করেন; কাল—সময়ের, পরম চালক; বিগ্রহে—রূপে; সঃ—তিনি, যোগী; ঈশিত্বম্—নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক সিদ্ধি; অবাপ্নোতি—লাভ করেন; ক্ষেত্রজ্ঞ—চেতন জীব; ক্ষেত্র—উপাধিযুক্ত শরীর; চোদনাম্—প্রবৃত্ত করা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরমাত্মা, পরম চালক, ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তির অধীশ্বর, শ্রীবিষ্ণুতে তার চেতনাকে নিবিষ্ট করে, সে এমন এক অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার দ্বারা অন্য বদ্ধ জীবদের, তাদের জড় শরীর এবং তাদের দৈহিক উপাধিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীব অলৌকিক শক্তি লাভ করলেও তা কখনই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো ক্ষমতা সে প্রাপ্ত হয় না।

বস্তুতঃ, ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কেউই এইরূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করতে পারে না। এইভাবে কারও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনাকে বিঘ্নিত করতে পারে না। ভগবানের নিয়মের মধ্যেই সে তার অলৌকিক নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করতে অনুমোদিত হয় আর এমনকি কোনও মহাযোগী যদি তার তথাকথিত অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রভাবে ভগবানের আইন লঙ্ঘন করে, তবে সে তার জন্য কঠোরভাবে শাস্তি পায়। তার প্রমাণ রয়েছে দুর্বাসা মুনির অম্বরীশ মহারাজকে অভিশাপ দেওয়ার কাহিনীতে।

শ্লোক ১৬

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে ।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্মা বশিতামিয়াৎ ॥ ১৬ ॥

নারায়ণে—ভগবানে, নারায়ণ; **তুরীয়-আখ্যে**—চতুর্থ নামে খ্যাত, ত্রিগুণাতীত; **ভগবৎ**—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ; **শব্দ-শব্দিতে**—শব্দের দ্বারা জানা যায়; **মনঃ**—মন; **ময়ি**—আমাতে; **আদধৎ**—স্থাপন করে; **যোগী**—যোগী; **মৎ-ধর্মা**—আমার স্বভাব বিশিষ্ট; **বশিতাম্**—বশিতা সিদ্ধি; **ইয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

যে যোগী আমার সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, তুরীয় নামে খ্যাত, নারায়ণ রূপে মনকে নিবিষ্ট করে, সে আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, আর এইভাবে বশিতা সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

(সত্ত্ব, রজ ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত গুণের অতীত ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না। এইভাবে ভগবানকে বলা হয় তুরীয়, বা চতুষ্পাদ বিভূতিসম্পন্ন যা হচ্ছে প্রকৃতির তিনগুণের অতীত। শ্রীল বীররাঘবাচার্যের মত অনুসারে, তুরীয় বলতে বোঝায় ভগবান জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ চেতনার অতীত। *ভগবচ্ছব্দশব্দিতে* বলতে, অসীম ঐশ্বর্যশালী, সর্বাপেক্ষা সুন্দর, বিখ্যাত, ধনী, জ্ঞানী, বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ভগবানকে বোঝানো হয়েছে।

উপসংহারে, ভগবানকে *তুরীয়*, অর্থাৎ চতুষ্পাদ বিভূতি সম্পন্নরূপে জেনে যোগী ধ্যানের মাধ্যমে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্তিরূপ বশিতা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। সব কিছুই পরম পুরুষ ভগবানের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ১৭

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ॥ ১৭ ॥

নির্গুণে—নির্গুণ; ব্রহ্মণি—ব্রহ্মে; ময়ি—আমাতে; ধারয়ন্—মনোনিবেশ করেন; বিশদম্—শুদ্ধ; মনঃ—মন; পরম-আনন্দম্—পরমানন্দ; আপ্নোতি—লাভ করেন; যত্র—যেখানে; কামঃ—বাসনা; অবসীয়তে—সম্যকভাবে পূর্ণ হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার শুদ্ধ মনকে আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশে নিবিষ্ট করে, সে পরমানন্দ লাভ করে, তখন তার সমস্ত বাসনা সম্যকরূপে পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

পরমানন্দ বা "পরম সুখ" বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, জাগতিক পরম সুখ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তের কোনও ব্যক্তিগত কামনা নেই। যার ব্যক্তিগত বাসনা রয়েছে, সে নিশ্চিতরূপে জড় জগতের মধ্যেই অবস্থান করছে। আর জড়স্তরে পরম সুখ হচ্ছে কামাবসায়িতা সিদ্ধি, যার ফলে সে যা কামনা করবে তাই সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ১৮

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্মময়ে ময়ি ।
ধারয়ঞ্ছ্বেততাং যাতি ষড়ূর্মিরহিতো নরঃ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতদ্বীপ—শ্বেতদ্বীপের, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর ধাম; পতৌ—ভগবানে; চিত্তম্—চেতনা; শুদ্ধে—মূর্তিমান সত্ত্বগুণে; ধর্ম-ময়ে—যিনি সর্বদা ধর্মে অবস্থিত তার মধ্যে; ময়ি—আমাতে; ধারয়ন্—নিবিষ্ট করে; শ্বেততাম্—শুদ্ধ অবস্থা; যাতি—প্রাপ্ত হয়; ষট্-ঊর্মি—জড় উপদ্রবের ছয়টি তরঙ্গ; রহিতঃ—মুক্ত; নরঃ—মানুষ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমাকে ধর্মের রক্ষক, শুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক এবং শ্বেতদ্বীপাধিপতি রূপে জেনে তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অবক্ষয়, মৃত্যু, শোক এবং মোহরূপ ষড় ঊর্মি অর্থাৎ ছয় প্রকার জাগতিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

দশ প্রকারের গৌণ সিদ্ধি, যেগুলি প্রকৃতির গুণ থেকে লাভ করা যায়, সেগুলি অর্জন করার পদ্ধতি সম্বন্ধে ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন। জড় জগতের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুকে শ্বেতদ্বীপ পতি নামে সম্বোধন করা হয়। ভগবান শ্বেতদ্বীপ পতি সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় শুদ্ধ এবং ধর্মময়। জড় সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্তি হিসাবে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করার ফলে দৈহিক উপদ্রব থেকে মুক্তিরূপ জড় আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্ ।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

ময়ি—আমাতে; **আকাশ-আত্মনি**—মূর্তিমান আকাশে; **প্রাণে**—প্রাণ বায়ুতে; **মনসা**—মন দ্বারা; **ঘোষম্**—দিব্য শব্দ; **উদ্বহন্**—নিবিষ্ট করেন; **তত্র**—আকাশে; **উপলব্ধাঃ**—উপলব্ধ; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **হংসঃ**—শুদ্ধ জীব; **বাচঃ**—শব্দ বা বাক্য; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অসৌ**—তিনি।

অনুবাদ

যে সমস্ত শুদ্ধ জীব তাদের মনকে মূর্তিমান আকাশ এবং সম্পূর্ণ প্রাণবায়ু রূপে, আমার মধ্যে সংঘটিত অসাধারণ শব্দ ধ্বনিতে মনোনিবেশ করে, তারা আকাশের মধ্যে সমস্ত জীবের কথা অনুভব করতে পারে।

তাৎপর্য

আকাশে বায়ু স্পন্দিত হওয়ার মাধ্যমে বাক্য সংঘটিত হয়। যিনি ভগবানকে মূর্তিমান আকাশ এবং বায়ুরূপে ধ্যান করেন, তিনি বহু দূরের স্পন্দন ধ্বনি শ্রবণ করার ক্ষমতা লাভ করেন। প্রাণ শব্দটির মাধ্যমে সূচিত করা হয় যে, ভগবান হচ্ছেন পৃথক পৃথক আত্মার এবং সমগ্র জীবনিচয়ের মূর্তিমান প্রাণবায়ু। সর্বোপরি শুদ্ধ ভক্তরা, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই পরম ধ্বনির ধ্যান করেন। এইভাবে তারা জড় ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহু দূরের মুক্ত জীবেদের বাক্য শ্রবণ করতে সক্ষম। যে কোনও জীব *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* এবং এই ধরনের গ্রন্থ পাঠ করার মাধ্যমে এইরূপ আলোচনা শ্রবণ করতে পারেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য যথাযথভাবে অনুভব করেছেন, তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি, অলৌকিক শক্তি এবং অন্য সমস্ত কিছুই প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২০

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি ।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥ ২০ ॥

চক্ষুঃ—চক্ষু; ত্বষ্টরি—সূর্যে; সংযোজ্য—সংযোগ করে; ত্বষ্টারম্—সূর্য; অপি—ও; চক্ষুষি—চোখের মধ্যে; মাম্—আমাকে; তত্র—সেখানে, সূর্য এবং চক্ষুর পরস্পরের মিলনের ফলে; মনসা—মনের দ্বারা; ধ্যায়ন্—ধ্যান করেন; বিশ্বম্—সব কিছু; পশ্যতি—দর্শন করেন; দূরতঃ—বহু দূর।

অনুবাদ

নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সূর্যলোকে সংযোগ করে এবং সূর্যকে চোখে সংযোগ করে, উভয় সংযোগের মধ্যে আমি রয়েছি জেনে তার উচিত আমার ধ্যান করা। এইভাবে সে বহু দূরের জিনিস দর্শন করার শক্তি লাভ করে।

শ্লোক ২১

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা ।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥ ২১ ॥

মনঃ—মন; ময়ি—আমাতে; সু-সংযোজ্য—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন করে; দেহম্—জড় দেহ; তৎ—মন; অনুবায়ুনা—প্রবহমান বায়ুর দ্বারা; মৎ-ধারণা—আমার ধ্যানের; অনুভাবেন—শক্তির দ্বারা; তত্র—সেখানে; আত্মা—জড় দেহ; যত্র—যেখানেই; বৈ—নিশ্চিতরূপে; মনঃ—মন।

অনুবাদ

যে যোগী তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন করে, জড় শরীরকে আমাতে মগ্ন করতে মনের অনুসরণকারী বায়ুকে ব্যবহার করে, সে আমার প্রতি ধ্যানের ক্ষমতা বলে একটি অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার ফলে তার মন যেখানেই যায় তার শরীর তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

তদ্-অনুবায়ুনা বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম বায়ু রয়েছে, যা মনকে অনুসরণ করে। যখন যোগী এই বায়ুর সঙ্গে শরীর ও মনকে একত্রিত করে শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন হয়, তখন ভগবানের ধ্যানের শক্তিপ্রভাবে সূক্ষ্ম বায়ুর মতো তার স্থূল দেহও মন যেখানেই যায় তার অনুসরণ করতে পারে। এই সিদ্ধিকে বলে *মনোজবঃ*।

শ্লোক ২২

যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্ রূপং বুভূষতি ।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্যোগবলমাশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

যদা—যখন; মনঃ—মন; উপাদায়—প্রয়োগ করে; যৎ যৎ—যে যে; রূপম্—রূপ; বুভূষতি—ধারণ করতে ইচ্ছা করে; তৎ তৎ—সেই রূপই; ভবেৎ—আবির্ভূত হতে পারে; মনঃ-রূপম্—মনের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত রূপ; মৎ-যোগ-বলম্—আমার অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি, যার দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ প্রকাশ করি; আশ্রয়ঃ—আশ্রয়।

অনুবাদ

যোগী যখন তার মনকে কোনও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে, কোনও একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে ইচ্ছা করে, সেই রূপ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়। আমার অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে মনকে মগ্ন করে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব, এই শক্তির দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করি।

তাৎপর্য

এই সিদ্ধিকে বলে কামরূপ বা ইচ্ছা মতো যে কোন রূপ পরিগ্রহ করার ক্ষমতা। এমনকি দেবতার রূপও ধারণ করা যেতে পারে। শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের মনকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি জ্ঞানময়, আনন্দময় এক নিত্য চিন্ময় দেহ লাভ করেন। এইভাবে যে কেউ হরিনাম জপের পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং মনুষ্য জীবনের বিধিনিষেধগুলি পালন করবেন, তিনিই চরম কামরূপ সিদ্ধি লাভ করে, ভগবদ্-রাজ্যে নিত্য চিন্ময় দেহ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ২৩

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ ।
পিণ্ডং হিত্বাবিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥ ২৩ ॥

পর—অন্যের; কায়ম্—শরীর; বিশন্—প্রবেশ করতে ইচ্ছুক; সিদ্ধঃ—যোগাভ্যাসে সিদ্ধ; আত্মানম্—নিজেকে; তত্র—সেই দেহে; ভাবয়েৎ—কল্পনা করেন; পিণ্ডম্—নিজের স্থূল দেহ; হিত্বা—ত্যাগ করে; বিশেৎ—প্রবেশ করা উচিত; প্রাণঃ—সূক্ষ্ম দেহে; বায়ু-ভূতঃ—বায়ুর মতো হয়ে; ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ—মৌমাছির মতো, যে সহজেই এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যেতে পারে।

অনুবাদ

কোনও সিদ্ধযোগী যখন অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তার উচিত অন্যের শরীরে নিজের আত্মার ধ্যান করা। তারপর মৌমাছি যেমন খুব সহজে

এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যায়, তেমনই নিজের স্থূল দেহ ত্যাগ করে, বায়ুপথে সে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

নাক এবং মুখ দিয়ে শ্বাস বায়ু যেমন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনই যোগীর সূক্ষ্মদেহের প্রাণবায়ু বাহ্য বায়ুর মাধ্যমে গমন করে, আর খুব সহজেই অন্যের দেহে প্রবেশ করে। তাকে তুলনা করা হয়েছে একটি মৌমাছির এক ফুল থেকে অন্য ফুলে খুব সহজে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে। কেউ হয়তো কোনও বীর পুরুষের বা কোনও সুন্দরী রমণীর প্রশংসা করতে পারে, আর তাদের জড় অসাধারণ শরীরের অনুভূতি লাভের ইচ্ছা করতে পারে। *পরকায় প্রবেশনম্* নামক সিদ্ধির মাধ্যমে এই ধরনের সুযোগ লাভ করা যায়। শুদ্ধ ভক্তরা অবশ্য, পরম পুরুষ ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকার ফলে, কোনও জড় রূপের প্রতিই আকৃষ্ট নন। এইভাবে ভক্তরা চিন্ময় নিত্য জীবনের স্তরে সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ২৪

পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্ধসু ।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥ ২৪ ॥

পার্ষ্ণ্যা—পায়ের গোড়ালি দিয়ে; **আপীড্য**—বন্ধ করে; **গুদম্**—মল দ্বার; **প্রাণম্**—জীবকে বহনকারী প্রাণবায়ু; **হৃৎ**—হৃদয় থেকে; **উরঃ**—বক্ষে; **কণ্ঠ**—কণ্ঠে; **মূর্ধসু**—এবং মস্তকে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **ব্রহ্ম-রন্ধ্রেণ**—ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে; **ব্রহ্ম**—চিজ্জগতে বা নির্বিশেষ ব্রহ্মে, (অথবা কারো নির্ধারিত যে কোনও গতি); **নীত্বা**—নিয়ে যাওয়া (আত্মাকে); **উৎসৃজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **তনুম্**—জড় শরীর।

অনুবাদ

স্বেচ্ছামৃত্যু নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত যোগী তার গুহ্যদ্বার পায়ের গোড়ালী দিয়ে রুদ্ধ করে, তারপর হৃদয় থেকে আত্মাকে বক্ষে আনয়ন করে, তারপর কণ্ঠে এবং শেষে মস্তকে উপনীত করে। ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত হয়ে যোগী তার দেহ ত্যাগ করে এবং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে আত্মাকে চালিত করে।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে এই ইচ্ছামৃত্যু রূপ অলৌকিক ঐশ্বর্য ভীষ্মদেব কর্তৃক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে এখানে ব্যবহৃত *ব্রহ্ম* শব্দটি হচ্ছে উপলক্ষণের একটি দৃষ্টান্ত বা এটি এমন একটি শব্দ, যার দ্বারা বিভিন্ন ধারণা সূচীত হতে পারে। ব্রহ্ম বলতে এখানে যোগীর দ্বারা

নির্ধারিত বিশেষ গতি, যেমন—চিদাকাশ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতি অথবা যোগীর মনকে আকৃষ্ট করেছে এমন কোনও লক্ষ্যস্থলকে বোঝাচ্ছে।

শ্লোক ২৫

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিহরিষ্যন্—ভোগেচ্ছা; **সুর**—দেবতাদের; **আক্রীড়ে**—প্রমোদ উদ্যানে; **মৎ**—আমাতে; **স্থম্**—অবস্থিত; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিভাবয়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **বিমানেন**—বিমানের দ্বারা; **উপতিষ্ঠন্তি**—তারা আগমন করে; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণে; **বৃত্তীঃ**—আবির্ভূত হয়; **সুর**—দেবতাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

যে যোগী দেবতাদের প্রমোদ উদ্যানে উপভোগ করতে চায়, তার উচিত আমাতে অবস্থিত শুদ্ধ সত্ত্বের ধ্যান করা। তা হলে সত্ত্বগুণজাত স্বর্গীয় রমণীগণ বিমানে চেপে তার নিকট উপস্থিত হবে।

শ্লোক ২৬

যথা সঙ্কল্পয়েদ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্ ।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥ ২৬ ॥

যথা—যে উপায়ে; **সঙ্কল্পয়েৎ**—সঙ্কল্প করা বা সিদ্ধান্ত করা; **বুদ্ধ্যা**—মন দ্বারা; **যদা**—যখন; **বা**—বা; **মৎ-পরঃ**—আমার প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ; **পুমান্**—যোগী; **ময়ি**—আমাতে; **সত্যে**—যার বাসনা সর্বদা সত্য হয়; **মনঃ**—মন; **যুঞ্জন্**—মগ্ন হয়ে; **তথা**—সেই উপায় দ্বারা; **তৎ**—সেই বিশেষ উদ্দেশ্য; **সমুপাশ্নুতে**—সে লাভ করে।

অনুবাদ

যে যোগীর আমাতে বিশ্বাস আছে, আমাতে মনোনিবেশ করেছে এবং আমাকে সত্য সঙ্কল্প বলে জানে, যে পন্থা অনুসরণ করতে সে সঙ্কল্প করেছে, তার দ্বারাই তার উদ্দেশ্য সর্বদা সিদ্ধ হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যদা* ("যখনই") শব্দটি সূচিত করে যে, যথা সঙ্কল্প সংসিদ্ধি নামক অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে যোগী যদি অশুভ সময়েও চেষ্টা করেন, তবুও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় সত্য সঙ্কল্প অর্থাৎ যাঁর বাসনা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা সিদ্ধান্ত সর্বদা বাস্তবায়িত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, ভক্তিযোগের অমোঘ পন্থার মাধ্যমে আমাদের উচিত, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারানো সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া, আর তা যে কোনও স্থানে বা কালেও সম্পাদিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য বহু যথার্থ সহায়ক গ্রন্থ রয়েছে, যেমন—শ্রীল জীব গোস্বামীর 'সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ', শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' এবং 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল'। আধুনিক যুগে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আমাদের জন্য ষাট্ খণ্ডেরও অধিক বৃহদাকার দিব্য গ্রন্থাবলী প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থগুলি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। আমাদের সঙ্কল্প বা দৃঢ় নিষ্ঠা হওয়া উচিত ব্যবহারিক, অকেজো নয়। ভগবদ্ধামে প্রত্যাগমন করে, জীবনের সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান করার জন্য আমাদেরকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ২৭

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্ ।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে (যোগী); বৈ—বস্তুত; মৎ—আমা থেকে; ভাবম্—ভাব; আপন্নঃ—লাভ করেছেন; ঈশিতুঃ—পরম শাসক থেকে; বশিতুঃ—পরম নিয়ামক; পুমান্—ব্যক্তি (যোগী); কুতশ্চিৎ—যে কোনভাবে; ন বিহন্যেত—হতাশ হতে পারেন না; তস্য—তাঁর; চ—ও; আজ্ঞা—আদেশ, নির্দেশ; যথা—ঠিক যেমন; মম—আমার।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আমার ধ্যান করে, সে আমার মতোই পরম শাসক এবং নিয়ামকের ভাব প্রাপ্ত হয়। আমার মতো তার আদেশও কখনই বিফল হয় না।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবানের আদেশ ক্রমে সমগ্র সৃষ্টি চালিত হচ্ছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" তেমনই শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু আদেশ করেছেন যে, সারা বিশ্বের মানুষের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতে গ্রহণ করা। ভগবানের যথার্থ ভক্তদের কর্তব্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে মহাপ্রভুর সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা। এইভাবে তাঁরা তাঁর অনিবার্য আদেশ প্রদান করে, সেই অলৌকিক ঐশ্বর্যের অংশীদার হতে পারেন।

শ্লোক ২৮

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যূপবৃংহিতা ॥ ২৮ ॥

মৎ-ভক্ত্যা—আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা; **শুদ্ধ-সত্ত্বস্য**—যিনি শুদ্ধ হয়েছেন তাঁর; **যোগিনঃ**—যোগীর; **ধারণাবিদঃ**—যিনি ধ্যানের পদ্ধতি জানেন; **তস্য**—তার; **ত্রৈকালিকী**—তিন কালেই কার্যকারী যেমন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জন্ম-মৃত্যু**—জন্ম-মৃত্যু; **উপবৃংহিতা**—সহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিপুণ, সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যদের জন্ম এবং মৃত্যু দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

আটটি মুখ্য এবং দশটি গৌণ যোগসিদ্ধি বর্ণনা করার পর, ভগবান এখন আরও পাঁচটি নিকৃষ্ট শক্তির ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২৯

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ ।
মদ্যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥ ২৯ ॥

অগ্নি—আগুন দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি (সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদি); **ন**—না; **হন্যেত**—আহত হতে পারে; **মুনেঃ**—জ্ঞানী যোগীর; **যোগময়ম্**—যোগ বিজ্ঞানে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; **বপুঃ**—শরীর; **মৎ-যোগ**—আমার সহিত ভক্তিযুক্ত সম্পর্কের দ্বারা; **শান্ত**—শান্ত; **চিত্তস্য**—যার চেতনা; **যাদসাম**—জলজ প্রাণীদের; **উদকম্**—জল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা আহত করা যায় না, ঠিক তেমনই যে যোগীর চেতনা আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, যোগ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উন্নত, তার শরীরকে আগুন, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না।

তাৎপর্য

সামুদ্রিক জীবেরা কখনই জল দ্বারা আহত হয় না; বরং তারা জলের মাধ্যমে জীবনোপভোগ করে। তেমনই যে ব্যক্তি যৌগিক কৌশলে সুনিপুণ, তাঁর নিকট অস্ত্র, অগ্নি, বিষ ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিহত করা হচ্ছে বিনোদন স্বরূপ। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার দ্বারা এই সমস্ত ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর যথার্থ কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে তিনি আহত হননি। শুদ্ধ ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, কেননা তাঁর মধ্যে অসীম মাত্রায় অলৌকিক ঐশ্বর্য বর্তমান। তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অলৌকিক শক্তির গুরু। ভক্তরা যেহেতু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত তাই তাঁদের প্রভু, গুরু এবং রক্ষকের মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ইতিমধ্যেই অসীম মাত্রায় রয়েছে, তা ভিন্নভাবে অর্জন করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

একটি মানুষ যদি সমুদ্রের মাঝখানে পড়ে যায় তবে সে সত্বর ডুবে যায়। পক্ষান্তরে একটি মাছ সেই একই ঢেউয়ের মধ্যে খেলা করে আনন্দোপভোগ করে। তেমনই বদ্ধজীবেরা ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছে, আর তারা তাদের পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়ায় ডুবছে। পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তরা উপলব্ধি করেন যে, এই জগৎ হচ্ছে ভগবানের শক্তি। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়ে সেখানেই আনন্দময় লীলা উপভোগ করেন।

শ্লোক ৩০

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ ।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥ ৩০ ॥

মৎ—আমার; **বিভূতীঃ**—ঐশ্বর্যশালী অবতারগণ; **অভিধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **শ্রীবৎস**—ভগবানের শ্রীবৎস ঐশ্বর্য দ্বারা; **অস্ত্র**—আর অস্ত্র; **বিভূষিতাঃ**—বিভূষিত; **ধ্বজ**—পতাকা দিয়ে; **আতপত্র**—অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ছত্রের দ্বারা; **ব্যজনৈঃ**—বিভিন্ন ধরনের পাখা; **সঃ**—তিনি, ভক্ত-যোগী; **ভবেৎ**—হয়; **অপরাজিতঃ**—অন্যদের দ্বারা অপরাজিত।

অনুবাদ

শ্রীবৎস, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রাদি এবং পতাকা, রাজকীয় ছত্র ও ব্যজনাদি রাজকীয় উপকরণে সজ্জিত আমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবতারদের ধ্যান করে, আমার ভক্তরা অজেয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবতারদের রাজকীয় সাজ-সজ্জা বলতে, তাঁর সর্বশক্তিমত্তাকে বোঝায়, আর ভক্তরা ভগবানের শক্তিশালী, রাজকীয়ভাবে সজ্জিত অবতারদের ধ্যান করার মাধ্যমে অজেয় হন। কৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১০৭ শ্লোকে বলেছেন,

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোর-মূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলীঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থ-কাম-গতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ ॥

"হে ভগবান, আমরা যদি আপনার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিযোগ লাভ করি, তা হলে আপনা থেকেই দিব্য কিশোর রূপে আপনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। মুক্তি স্বয়ং করজোড়ে আমাদের সেবা করার জন্য অপেক্ষা করেন এবং ধর্ম, অর্থ এবং কামের অন্তিম ফল ধৈর্য সহকারে আমাদের সেবা করার জন্য অপেক্ষা করে।"

শ্লোক ৩১

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥ ৩১ ॥

উপাসকস্য—উপাসকের; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এইভাবে; **যোগ-ধারণয়া**—অলৌকিক ধ্যানের মাধ্যমে; **মুনেঃ**—বিদ্বান ব্যক্তির; **সিদ্ধয়ঃ**—অলৌকিক সিদ্ধি সকল; **পূর্ব**—পূর্বে; **কথিতাঃ**—কথিত; **উপতিষ্ঠন্তি**—উপস্থিত হন; **অশেষতঃ**—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

যে বিদ্বান ভক্ত যোগধ্যানের মাধ্যমে আমার উপাসনা করে, সে নিশ্চিতরূপে আমি যে সব যোগ সিদ্ধির কথা বললাম সে সমস্তই লাভ করে।

তাৎপর্য

যোগধারণয়া শব্দটির দ্বারা বোঝায়, যে ভক্ত নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছেন, তিনি বিশেষভাবে সেই সিদ্ধিই লাভ করেন। এইভাবে ভগবান যোগসিদ্ধির আলোচনা সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ৩২

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥ ৩২ ॥

জিত-ইন্দ্রিয়স্য—যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছেন; দান্তস্য—যিনি সুশৃঙ্খল এবং আত্মসংযত; জিতশ্বাস—যিনি শাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেছেন; আত্মনঃ—যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন; মুনেঃ—এইরূপ মুনির; মৎ—আমাতে; ধারণাম্—ধ্যান; ধারয়তঃ—যিনি আচরণ করছেন; কা—কী; সা—সেই; সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; সু-দুর্লভা—সুদুর্লভ।

অনুবাদ

যে মুনি তার ইন্দ্রিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মনকে জয় করেছে, আত্মসংযত এবং সর্বদা আমার ধ্যানে মগ্ন, তার কাছে কি কোন সিদ্ধি দুর্লভ হতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এইরূপ মন্তব্য করেছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন যে, বহুবিধ পদ্ধতি অনুশীলনের কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতিগুলির যেকোন একটিও সম্পূর্ণভাবে পালনের মাধ্যমে ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয় সংযম করে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হন, আর এইভাবে তিনি সমস্ত প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, ভক্তের উচিত সমস্ত জড় উপাধিমুক্ত ভগবানের দিব্য রূপের ধ্যান করা। যোগ পদ্ধতিতে অগ্রগতির এটিই হচ্ছে সারকথা। এইভাবে ভগবানের ব্যক্তিগত রূপ থেকে ভক্ত খুব সহজে সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৩

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্ ।
ময়া সম্পাদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্তরায়ান্—অন্তরায় সকল; বদন্তি—বলেন; এতাঃ—এই সমস্ত অলৌকিক সিদ্ধি; যুঞ্জতঃ—যিনি নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর; যোগম্—ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া; উত্তমম্—পরম স্তর; ময়া—আমার দ্বারা; সম্পাদ্যমানস্য—যিনি সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হচ্ছেন তাঁর; কাল—সময়ের; ক্ষপণ—বিঘ্নের, অপচয়; হেতবঃ—হেতু।

অনুবাদ

ভক্তিযোগে নিপুণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেন যে, আমি যে সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা বললাম, এ সবই বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক, আর তা সময়ের অপচয় মাত্র। কেননা ভক্তিযোগ অনুশীলনকারী আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

সাধারণ জ্ঞানের কথা, যেখানেই সময়ের অপচয় হবে, তা ত্যাগ করতে হবে; অতএব ভগবানের নিকট আমাদের যোগসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। যিনি শুদ্ধ ভক্ত, যাঁর কোনও জাগতিক বাসনা নেই, এমনকি নির্বিশেষ মুক্তিও তাঁর জীবনে একটি অনর্থক বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁর ক্ষেত্রে জাগতিক যোগসিদ্ধির আর কি কথা, সেটি নির্বিশেষ মুক্তির সঙ্গেও তুলনীয় নয়। অনভিজ্ঞ অপক্ক লোকেদের জন্য এইরূপ সিদ্ধি হয়তো চমকপ্রদ হতে পারে, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের নিকট এগুলি আকর্ষণীয় নয়। শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেই ভক্ত এক অলৌকিক ঐশ্বর্যের সমুদ্রে অবস্থান করেন। সুতরাং ভিন্নভাবে তিনি অলৌকিক সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টায় তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করেন না।

শ্লোক ৩৪

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৪ ॥

জন্ম—জন্ম; **ঔষধি**—ওষধি; **তপঃ**—তপস্যা; **মন্ত্রৈঃ**—এবং মন্ত্রের দ্বারা; **যাবতীঃ**—যাবতীয়; **ইহ**—এই জগতে; **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধিসমূহ; **যোগেন**—আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **তাঃ**—সেই সমস্ত; **সর্বাঃ**—সবগুলি; **ন**—না; **অন্যৈঃ**—অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা; **যোগ-গতিম্**—যথার্থ যোগসিদ্ধি; **ব্রজেৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

ভাল জন্ম, ঔষধি, তপস্যা এবং মন্ত্রের দ্বারা যা কিছু অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়, আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা সে সমস্তই লাভ করা যায়, বস্তুতঃ, অন্য কোনও উপায়ে প্রকৃত যোগসিদ্ধি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনা থেকেই অনেক প্রকার অলৌকিক সিদ্ধির দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। শুধুমাত্র সিদ্ধলোকে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে আপনা থেকেই আট প্রকারের মুখ্য যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়। তেমনই মৎস্য কুলে জন্ম গ্রহণ করার ফলে, তার জল থেকে কোনও ভয় থাকে না। পক্ষীকুলে জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আকাশে ওড়ার সিদ্ধি লাভ করা যায়, আর ভূত জন্ম পেলে অদৃশ্য হওয়ার এবং অন্যের শরীরে প্রবেশ করার সিদ্ধি লাভ করা যায়।

পতঞ্জলি মুনি বলেছেন যে, জন্ম, ঔষধি, তপস্যা এবং মন্ত্রের দ্বারা অলৌকিক যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়। ভগবান অবশ্য বলছেন যে, এই সমস্ত সিদ্ধি হচ্ছে সময়ের অপচয় মাত্র, এবং তা প্রকৃত যোগসিদ্ধি, কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের অন্তরায়।

যারা ভক্তিযোগের পদ্ধতি ত্যাগ করে, এবং কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধ্যানের বিষয় খুঁজে বেড়ায়, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। যারা নিজেদেরকে যোগী বলে দাবি করে কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা করে চলে, তারা নিশ্চয় কুযোগী বা ভোগী-যোগী। এইরূপ কুযোগীরা বুঝতে পারে না যে, তাদের যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় রয়েছে, তদ্রূপ, পরম সত্যের রয়েছে সর্বোত্তম ইন্দ্রিয়, আর প্রকৃতযোগ বলতে যে ভগবানের সর্বোত্তম ইন্দ্রিয় তোষণ তা-ও তারা বুঝতে পারে না। সুতরাং, যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ত্যাগ করে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে তথাকথিত সুখের প্রয়াস করে, তারা নিশ্চয় তাদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবে। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে ভক্ত যোগের অন্তিম লক্ষ্য *যোগগতি* লাভ করেন। এরফলে শ্রীকৃষ্ণের নিজের লোকে বাস করে তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্য উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বাসাম্—তাদের সকলের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **সিদ্ধীনাম্**—অলৌকিক সিদ্ধির; **হেতুঃ**—কারণ; **পতিঃ**—রক্ষক; **অহম্**—আমি; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অহম্**—আমি; **যোগস্য**—আমার প্রতি ঐকান্তিক ধ্যানের; **সাংখ্যস্য**—বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের; **ধর্মস্য**—নিষ্কাম কর্মের; **ব্রহ্মবাদিনাম্**—বৈদিক শিক্ষক সমাজের।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমিই সকল সিদ্ধি, যোগ, সাংখ্য, নিষ্কামকর্ম এবং ব্রহ্মবাদীদের কারণ, রক্ষক এবং প্রভু।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, এখানে যোগ বলতে জড় জীবন থেকে মুক্তিকে বোঝায়, আর সাংখ্য হচ্ছে মুক্তিলাভের পন্থা। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল জড় সিদ্ধিরই মালিক নন, তিনি মুক্তিপ্রদ সর্বোচ্চ সিদ্ধিরও প্রদাতা। পুণ্যকর্ম করার মাধ্যমে মানুষ সাংখ্য বা মুক্তি লাভের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই ধরনের কার্যকলাপের এবং সাধারণ মানুষকে পুণ্যকর্ম বিষয়ে

উপদেশ দাতা বিদ্বান বৈদিক শিক্ষকগণেরও কারণ, রক্ষক এবং প্রভু। বিভিন্ন দিক থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রতিটি জীবের ধ্যানের এবং উপাসনার প্রকৃত বিষয়। তাঁর শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছু এবং এই সরল উপলব্ধি হচ্ছে যোগ পদ্ধতির পরম সিদ্ধি, যাকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩৬

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্বদেহিনাম্ ।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ৩৬ ॥

অহম্—আমি; **আত্মা**—পরম প্রভু; **আন্তরঃ**—অন্তস্থিত পরমাত্মা; **বাহ্যঃ**—আমার সর্বব্যাপক রূপের বাহ্যিকভাবে অবস্থিত; **অনাবৃতঃ**—অনাবৃত; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত জীবের; **যথা**—ঠিক যেমন; **ভূতানি**—জড় উপাদানসমূহ; **ভূতেষু**—জীবেদের মধ্যে; **বহিঃ**—বাহ্যিকভাবে; **অন্তঃ**—আন্তরিকভাবে; **স্বয়ম্**—আমি নিজে; **তথা**—সেইভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত জড় দেহের অন্তরে এবং বাইরে যেমন একই জড় উপাদান বর্তমান, তেমনই অনাবৃত পরমাত্মা রূপে আমি সব কিছুর অন্তরে এবং সর্বব্যাপক রূপে সমস্ত কিছুর বাইরে অবস্থান করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যোগী এবং দার্শনিকদের ধ্যানের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি, এবং এখানে তিনি তাঁর পরম পদ সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করছেন। ভগবান সবকিছুর অন্তরে বর্তমান, তাই কেউ ভাবতে পারেন যে, ভগবান টুকরা টুকরা হয়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। তবে, অনাবৃত বা "সম্পূর্ণ উন্মুক্ত" শব্দটিতে বোঝায় যে, কোন কিছুই পরম সত্যের পরম অস্তিত্বকে বিঘ্নিত, উপদ্রুত বা লঙ্ঘন করতে পারে না। জড় উপাদানগুলির আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অস্তিত্বের মধ্যে, বাস্তবে কোনও পার্থক্য নেই, এগুলি সর্বত্র সর্বদা বর্তমান। তদ্রূপ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন, সর্বব্যাপ্ত এবং সমস্ত কিছুরই পরম সিদ্ধি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।